প্রবাসীর প্রত্যাগমন।



শ্রী মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।



মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

Printed by
Priya Nath Das at the
Fine Art Printing Syndicate,
148, Baranashi Ghose Street,
Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।

"পুতুলের বিয়ে" রূপ

কাব্য-whip

হয়ত একদিন যাঁহার মনঃপীড়ার

কারণ হইয়াছিল,

আমার সেই সরল উদার

প্রিয়দর্শন বন্ধু

শ্রীযুত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয়ের

কর-কমলে

আসল-বিয়ের একটা আদর্শ-চিত্র—

"প্রবাসীর প্রত্যাগমন"

উপহার প্রদান করিলাম।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

উপহার।



আমার পরম

শ্রী র

কর-কমলে

"প্রবাসীর প্রত্যাগমন"

সহিত

উপহার প্রদান করিলাম।

....

সন.....................

তারিখ..................... শ্রী

মুখবন্ধ।

"প্রবাসীর প্রত্যাগমন" নয় বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। "লিখিয়াছিলাম" বলিলে, হয়ত অন্যায় করা হয়—কেন না লেখা ত "সমাপ্ত" করিতে পারি নাই। তিন চারিটা "স্তর" শেষ করিতে বাকী ছিল। নয় বৎসর পরে তাহা শেষ করিয়া— "প্রবাসীর প্রত্যাগমন" ছাপার অক্ষরে বাহির করিলাম। সুতরাং পাঠকবর্গের আর বোধ হয় বুঝিতে বাকী থাকিবে না, "রিপুকর্ম্ম" এরূপ স্থলে কিরূপ ভাবে চালাইতে হইয়াছে। সাধারণ পাঠক-বর্গ তাহা না বুঝিলেও "রিপুকর্ম্মটা" যে সু-সমালোচকের চক্ষু এড়াইবে না, এমন বিশ্বাস আমার আছে। পরনিন্দা করিয়াই যাহাদের আনন্দ, পরশ্রী-কাতরতা যাহাদের বৃত্তি, সেরূপ সমালোচকের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু সমালোচনা করিবার যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদের মতামতের মূল্য আমার নিকট অনেক। তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে "মন্দ হয় নাই," "খুব ভাল হইয়াছে," অথবা "অসার রচনা" প্রভৃতি দায়ীত্বহীন সমালোচনার মূল্য আমার নিকট কিছুই নাই। সমালোচনা করিতে হইলে রচনার দোষ গুণ দুইই দেখাইতে হয়। সে শক্তি যাঁহাদের নাই, ব্যক্তিগত কুৎসা করাই যাঁহাদের ব্যবসায়, অথবা "নির্জ্জলা প্রশংসা" করাই যাঁহাদের প্রকৃতি, তাঁহারা সমালোচকের আসন গ্রহণ করেন কেন, তাহাই আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য।

থাকুক্ সে কথা। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিলে নিজের ওকালতী নিজে করার মাত্রাটা বড় বেশী হইয়া পড়ে।

শেষ কথা—যখন আমি "প্রবাসীর প্রত্যাগমন" লিখিতে আরম্ভ করি, তখন অমর কবি নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যগুলি আমি খুব বেশী পড়িতাম। মহাকবির ভাব ও ভাষায় যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আছে, তাহাতে আমি বিলক্ষণই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার ফলে "প্রবাসীর প্রত্যাগমনের" ভাব ও ভাষার শ্রীসম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে আমি মহাকবির নিকট কিছু ঋণ না করিয়াছি, এমন কথা বলিলে নির্লজ্জতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যাহা করিয়াছি, তাহা অজ্ঞাতসারেই করিয়াছি। তাহার জন্য এখন আমায় দোষী করিলে, আমি নাচার। তবে একটা সান্ত্বনার কথা—ঋণ করা ভিন্ন আমার "নিজস্বও" কিছু আছে। সু-সমালোচককে তাহা অবশ্য দেখাইতেও হইবে না, বুঝাইতেও হইবে না। সে কথা যাঁহারা না বুঝিবেন, তাঁহাদের এ কাব্য পাঠ করিতে যে পরিশ্রম স্বীকারের আবশ্যক, সে পরিশ্রম স্বীকারের আবশ্যক নাই—এইমাত্র বলিতে পারি। কথাটা হটাৎ শুনিলে অনেকের মনে হইতে পারে, কথাটার আমার কিছু গর্ব্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সে পথের পথিক আমি আদৌ নহি। সোজা কথা সোজা ভাষায় বলিয়াছি। তাহাতে যদি কাহারও ব্যথা লাগিয়া থাকে, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি। ইতি—

কলিকাতা।
৫ই আশ্বিন, ১৩২৪ সাল।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

প্রবাসীর প্রত্যাগমন।

প্রথম স্তর।

অরুণিমা।

বাসন্তী-উষায় নগ্ন সৌন্দর্য্যের মাঝে,
একটা প্রভাতী তারা হারাইয়া পথ,
সংশয়ের সন্ধিস্থলে আছে দাঁড়াইয়া !—
সাড়া নাই, শব্দ নাই—আছে শুধু চেয়ে,
সুপ্তোত্থিত কল্লোলিত সংসারের পানে।
বেজেছে প্রভাতী কাড়া জেগেছে বিহগ,
গুঞ্জরিছে অলিকুল, কুহুরিছে পিক,
মধুর শ্যামল ক্ষেত্রে চলেছে কৃষাণ,
তটিনীর তীরভূমে গেছে স্নানার্থিনী,
জ্যোতিষ্ক রয়েছে তবু উদার গগনে—

নড়িতে শকতি নাই, চলিতে অক্ষম—
ভাবের তরঙ্গ রঙ্গে উদ্বেলিত প্রাণ,
অশ্রুটুকু হইয়াছে বুঝি বা শিশির !
বিটপী নাড়িয়া মাথা বলে "যাও, যাও,"
বিহগ গাহিয়া গান বলে "যাও, যাও,"
স্রোতস্বিনী কুলুতানে বলে "যাও, যাও,"
তারাটুকু তবু কেন আছে দাঁড়াইয়া ?

সে আছে দাঁড়া'য়ে শুধু দেখিবার আশে,
প্রথম রবির কর দিবস প্রথমে,
প্রথম উল্লাস ছটা—প্রথম আলোক,
কবিত্ব প্রবাহ ভরা স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল !

প্রশান্ত গগন প্রান্তে হেরি' অরুণিমা,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে দীপ্তি তারকার,
মিশে গেল ব্যোম-পথে—অনন্তের বুকে,
কি গাম্ভীর্য্য, কি মাধুর্য্য ফুটিল চৌদিকে !!!



দ্বিতীয় স্তর।

চিত্র।

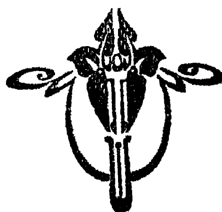
রবির কিরণ-হারে শোভিতা হইয়া
একটী কুমারী রত্ন রয়েছে বসিয়া ঃ—
        প্রীতি, শান্তি, প্রসন্নতা,
        ত্রিদিবের পবিত্রতা,
ভাতিছে সুন্দর মুখে সুন্দর অধরে,
সে মুখ হেরিলে, মুখে বাণী নাহি সরে।
        পরিহিতা চীনাম্বর,
        ভক্তি-সূত্রে যোড়কর,
হর পূজিতেছে বালা মুদিয়া নয়ন,
আকন্দ ধুতুরা পুষ্প করিয়া চয়ন।
        তাম্রপাত্রে বিল্বদল,
        ঘট পূর্ণ গঙ্গাজল
রহিয়াছে পুরোভাগে গৌরবের ভরে,
ছুটি'ছে ভকতি-গঙ্গা ভকত-অন্তরে।

পবনে উড়ি'ছে বাস
কাঁপি'ছে কুন্তল পাশ,
দুলি'ছে কর্ণের দুল অর্ঘ্যদানু কালে ;
ভাবুকের চিন্তা-রেখা পড়িয়াছে ভালে
পদতলে দুর্ব্বাদল,
শিরোপরে নভস্থল,
তা'রি মাঝে ধ্যানমগ্না বাল-তপস্বিনী ;
প্রকৃতির চিত্রপটে মানস-মোহিনী !
ধ্যানান্তে শুনিল বালা সহসা নির্জ্জনে,
স্বর্গীয় সঙ্গীত ধ্বনি উঠি'ছে গগনে।

মিশ্র গৌরী—একতালা।

ব্যোম্ ব্যোম্ ভোলা !
এমন ত নাহি আর পরাণ খোলা !
জিতেন্দ্র মুনীন্দ্র ষড়ৈশ্বর্য্যশালী,
বিভূতি ভূষিত তুমি হাড়মালী,
কুবের ভাণ্ডারী—তবু হে ভিখারী
শ্মশানে সঙ্গিনী তব নগেন্দ্রবালা।
ধূর্জ্জটী শঙ্কর, পরম ঈশ্বর,
সুন্দর সুন্দর সর্ব্বগুণাকর,

সুধাংশুশেখর, ব্যোম্ ব্যোম্ হর, হর,
অজর অমর দেব অনন্ত লীলা।
দেব দিগম্বর অশিব-নাশন,
করুণা কুরুহে অনাদি-কারণ,
শমন-দমন ভব শিব ত্রিলোচন,
তপন-তনয় ভয় হর হর ভোলা।



তৃতীয় স্তর।

সমানে সমানে।

"কমলা !—কমল, ওরে কমল, কমল,"
কাঁপা'য়ে কানন-তল সেই প্রতিধ্বনি,
মলয়-মারুত সাথে গেল মিলাইয়া।
দ্রবময়ী সে সঙ্গীতে পূর্ণ চারিদিক,—
মাতার আহ্বান বাণী শুনিল না কাণে
কমলা কমলমুখী, পূর্ণিমা-রূপিণী।

আহ্বানের প্রত্যুত্তর না পেয়ে জননী,
ভাবিল—"কমল বুঝি গেছে কার্য্যান্তরে।
কমল যে শূন্য মনে উদ্‌ভ্রান্ত পরাণে
আছে ব'সে ভক্তিভাবে শৈলেশ সম্মুখে,
সে কথা মাতার মনে পায় নাই স্থান।
গৃহকার্য্যে ধীরে ধীরে চ'লে গেল মাতা,
কমলা তখনো মগ্ন ভাব-সমাধিতে।

বালিকার প্রিয় সখী বসন্ত-মালতী
চুপি চুপি দিল এসে কাণ দুটী নেড়ে—
ভাবটুকু গেল ছুটে সে স্নেহ-পরশে !
হাসির প্রপাত সৃষ্টি হইল তাঁহায়,
স্নেহ-বিস্ফূর্জ্জথু রঙ্গে হইল রঙ্গিল।

মালতী। কাণ দুটী ছিল কোথা' ব'ন ?

কমলা। কেন দিদি ?

মালতী। কই, কারো কথা বড় তোলনা ত কাণে !

কমলা। কে বলে এমন কথা ?

মালতী। যে বলিতে পারে।

কমলা। তবে সে মালতী—

মালতী। অভাগিনী দগ্ধোদরী,
আর কি কি বলত গা কমলা সুন্দরি !

কমলা। ওই তোর দোষ ভাই, বলি নাই কিছু—
তবু বাধা'বি কোন্দল।

মালতী। স্বভাব, স্বভাব !

কমলা। কি বিপদ, আজ তোর কি হ'য়েছে বল—
প্রাতঃকাল হ'তে ফিরে বাধা'বি কোন্দল ?

মালতী। পাঁচশত বার—

কমলা। অপরাধ ?

মালতী। ইচ্ছা—সখ্ !

কমলা। মন্দ সখ্ নয় ! কিন্তু ব'ন হেন স'খ্,
ক্ষুদ্র আমি—মোর 'পরে চালায়োনা কভু ;
গুরুভারে যা'ক্ মারা—বুঝিবে তখন।

মালতী। এক্ চড়্ দিব তোর গালে ;---এত বড়
স্পর্দ্ধা তোর ! আমার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা
আনিস্ ও মুখে ! শাস্তি তোরে দিব আজ

কমলা। সে ত নিত্য দাও। কিন্তু আজ কেন রণ-
চণ্ডী বেশ—আজ যেন প্রস্তর-কঠিন !

মালতী। দেখে তোর দশা। কারো কথা তুলিবি না
কাণে, কারো ব্যথা বুঝিবি না প্রাণে, শুধু
স্বার্থ ল'য়ে পূজা ভাণে থাকিবিরে তুই ;
আর সবে চেয়ে র'বে তোর মুখ-পানে—
বংশের দুলালী তুই গর্ব্বিতা ফণিনী।

কমলা। কা'র্ কথা তুলি নাই কাণে—জানিনা ত
দিদি ! আমি ত অবাধ্য নয়, আমার ত
সাধ্য নাই কা'রো কথা করিবারে হেলা।

মালতী। তুই লো মিথ্যার ঝুড়ী কমলা সুন্দরি।
মা'র গলা গেছে ফেটে, ক'রে ডাকাডাকি,
তবু কি বলিবি তুই ডাকে নাই কেহ ?

তখন ভাবিতেছিলি বিয়ের ভাবনা,
কল্পনায় পতি-সাথে হ'তেছিল কথা—
তখন কাহারো কথা পশে কি শ্রবণে ?
শিব পূজা, শিব পূজা, ভণ্ডামী কেবল !

কমলা। দিদি !

মালতী। আছি উপস্থিত—সাধ থাকে যদি,
পাড় গালি, অঙ্গে মম বর্ষিবে অমৃত।

কমলা। শিখিয়াছি মা'র কাছে পূজিতে মহেশে ;
জানি না কারণ, শুধু জানি পূজিবারে।
পূজি যবে ভোলানাথে, ভুলে যাই সব—
আমি, তুমি, বিশ্ব দেখি সব একাকার—
আমিত্ব, তুমিত্ব ভেসে যায় এক স্রোতে,
শিবময় জ্ঞান হয় সমগ্র ভুবন।
মা আমার জগদ্ধাত্রী—তাঁহারি আদেশে,
সমস্ত হৃদয় দানে পূজি ত্রিলোচনে।
বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত যদি হয় তাহে মম,
সে দোষ আমার নহে, সে দোষ শিবের।
আরো ভয়ানক তব সুকণ্ঠে সঙ্গীত—
মরমে পশিয়া যাহা করে আত্মহারা।
যাই মা'র কাছে—ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আসি।

মালতী। গরু মেরে জুতাদান শিখিয়াছ ভাল।
কমলা। রাম রাম রাম—
মালতী। ভূত ভয় যা'বে ঘুচে।
কমলা। তোমার ও জিহ্বা-ভূতে করি বড় ভয়,
রাম নাম নিলে যদি সেই ভয় যায়!
দেখ দিদি, পতিগৃহ হ'তে তুমি আস
যবে হেথা', তোমার রসনাটীকে বড়
শঙ্কা হয়—ভাবি—পাছে মাথা খায় মোর!
ভূতের দেশেতে বুঝি শ্বশুরের বাড়ী?
মালতী। তোকেও ত হ'বে যেতে এবার সে দেশে!
কমলা। বেশ—
মালতী। খেয়েছিস্ বুঝি সরমের মাথা!
কমলা। তুমি দিদি, শিখায়েছ যেমন আমায়,
তেমনি ত শিখিব গো অনুজা তোমার!
আমার কি দোষ বল বিচার করিয়া?
মালতী। বিচার হইবে চল্ বাবার নিকটে,
গুণাগুণ যাহা তব সব দিব ক'য়ে।
কমলা। তোমার বিদ্যায় আর কুলা'ল না বুঝি!
কলহেতে নহে, বুঝ, সর্ব্বত্র বিজয়।

করে কর মিলাইয়া দুটী কল্লোলিনী
ছুটিল কানন-ভূমি করি' কল্লোলিত ;
বৃক্ষ অন্তরাল ত্যজি' উঠিল তপন
গগনের উচ্চস্তরে, হেরিতে কৌতুক।



চতুর্থ স্তর।

স্বামী ও স্ত্রী।

মাংস পিণ্ডভারে নত গবাচন্দ্র রায়,
নাসিকা গর্জ্জনে দিক্ করি'ছে কম্পিত—
নিদ্রা নহে, তন্দ্রাবশে এই ঘন রোল।
গাত্রে বর্ণে পিকবর হয় পরাজিত,
পেচক যে পায় লাজ সে মুখের কাছে,
মূষিক হেরিয়া চক্ষু বিবরে লুকায়,
বটবৃক্ষ-মূল, ক্ষুদ্র, সে দন্ত নিকটে;
ধূলায় লুটায় কুলা হেরি' কর্ণযুগ;
মাংসভারে গ্রীবাদেশ হ'য়েছে অচল,
বক্ষস্থল হেরি' বামা হয় চমকিত,—
শরীরের যত মাংস জ'মেছে উদরে,
বাহুযুগে কিন্তু তা'র একান্ত অভাব;
কটিদেশে ক্ষীণতার নাহিক লক্ষণ,
সে চরণ হেরি' লাজ পায় গজরাজ,

মস্তকের কেশ গুচ্ছ সজারুর কাঁটা—
বয়স দোষেতে তাহা ধূসর বরণ।
হেন শ্রীল গব্বাচন্দ্র বসি' কক্ষতলে,
বিস্ফারিয়া নাসারন্ধ্র, বদন-গহ্বর,
ঢুলু ঢুলু নেত্র দুটী করিয়া কুঞ্চিত,
করি'ছে নাসিকা-ধ্বনি মেঘ-মন্দ্র জিনি'।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশকাদি ঘুরিয়া ফিরিয়া,
কভু বা বদনে কভু নাসিকা ভিতরে,
প্রবেশাধিকার লাভে করি'ছে যতন ;
বিফল তাদের যত্ন বিফল প্রয়াস,
নির্ব্বোধ মশককুল হইতেছে নাশ,
কেহ কর-পদ্ম-চাপে, কেহ পদ-ভারে।
পচা গোময়ের গন্ধ মুখ-পদ্ম হ'তে
বাহির হ'তেছে মুখ করিলে ব্যাদান,
দক্ষিণে ও বামে কভু সম্মুখে, পশ্চাতে
তন্দ্রাঘোরে নর-সিংহ হেলি'ছে দুলি'ছে।
পার্শ্বদেশে আছে ব'সে ঘটকপ্রবর,
নিস্পন্দ নির্ব্বাক যেন প্রস্তর খোদিত।
ভাবি'ছে ঘটকবর গবাচন্দ্র কথা—
কেমনে সে নিদ্রাভঙ্গ করিবে তাহার!

অকালে ভাঙ্গা'লে নিদ্রা ক্রোধ-বহ্নি পশি',
ভস্ম বা করিতে পারে ঘটক-জীবন।
সুতরাং এই ক্ষেত্রে সুবোধের মত
ধীর ভাবে ব'সে থাকা একান্তই শ্রেয়ঃ।
তাম্রকুট সেবনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল
হ'তেছে পরাণে, কিন্তু উপায় ত নাই ;
কোথা' ভৃত্য, কোথা' বা কে—সাড়া শব্দ নাই—
তাম্রকুট পিপাসায় মরে বা ঘটক।
শুনিল ঘটকরাজ বহির্দ্দেশ ভাগে
টানিতেছে হুক্কা মুখে কোনো ভাগ্যধর—
"গুড়্ গুড়্ ভুড়্ ভুড়্" নানাবিধ রবে।
দুর্ভিক্ষেতে প্রপীড়িত আর্ত্তজীব মত
সে ঘটক চূড়ামণি ছুটিল তথায়,
ব্যস্ততায় গেল প'ড়ে ভগ্নচ্ছত্রটুকু—
ঘটক রাখিয়াছিল যাহা গৃহ-কোণে।
সেই শব্দে গবাচন্দ্র উঠিল জাগিয়া,
জিজ্ঞাসিল ঘটকেরে রাসভের সুরে—
"আরে বা ঘটকরাজ হেথা' কতক্ষণ ?"

ঘটক। যতক্ষণ ঘুম-ঘোরে ছিলেন মগন।

গবাচন্দ্র। বটে ! বটে ! নিদ্রাতেই গেছি আমি মারা—

মনে করি ঘুমা'ব না, তবু ঘুম্ পায়,
জান কি ঘটকরাজ ইহার উপায় ?

ঘটক। জানি—কিন্তু বিষম কঠিন !

গবাচন্দ্র। কি ! কি ! শুনি।

ঘটক। গৃহিণী আছেন জ্ঞাত, জিজ্ঞাসিলে তাঁ'রে,
এ রোগের প্রতীকার হইতেও পারে।

গবাচন্দ্র। হি-হি-হি-হি বলিয়াছ ভাল,—গৃহিণীর
বাক্য-সুধা উত্তম ঔষধ—কিন্তু তাহে
আর রুচি বড় নাই, এ বৃদ্ধ বয়সে ;—
বিশেষতঃ বাতরোগে জ্বর জ্বর প্রাণ,
উল্কাপাত বজ্রাঘাত দেখে ভয় হয়।
থাকুক্ সে কথা—কতদূর কি করিতে
পারিয়াছ তুমি ; অর্থ কত পারে দিতে ?

ঘটক। কমলা একটী মাত্র সন্তান তা'দের,
বিষয় বৈভব যাহা, সবি কমলার।

গবাচন্দ্র। বিষয় ত ভারী ! শুনেছি রঞ্জন নাকি
কপর্দ্দক হীন ?

ঘটক। ছিল বটে একদিন।
কিন্তু সে দুখের দিন এবে অবসান ;
দৈবযোগে নষ্ট ধন হয়েছে উদ্ধৃত,

রঞ্জনের নাহি আর সে দুখের ভার।
এতদিন ছিল সে যে এ অজ্ঞাত-বাসে,
সে শুধু দুখের দিনে মানহানি ভয়ে ;
যা'বে এবে আপন আবাসে—রত্নভরা
সুসজ্জিত বিচিত্র প্রাসাদ।

গবাচন্দ্র। বটে ! বটে !

ঘটক। বুদ্ধি তব কিছু নাই ঘটে। তা' না হ'লে,
এমন সম্বন্ধ তুমি চাও ভেঙ্গে দিতে !
কি দেখাও ধন তুমি, যে সামান্য অতি ;
ধনকুবেরের সম রঞ্জন এখন,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যা উপরে তাহার,
বুঝ, কত লোক তা'র ফিরিবে পশ্চাতে !

গবাচন্দ্র। সে কথা বলিতে হয় সব ভেঙ্গে চুরে—
না হ'লে কি বুঝা যায় রহস্য এমন !
হে ঘটক, নাহি কোনো আপত্তি আমার,
দিন স্থির করিবারে বলিও রঞ্জনে।

ঘটক। বলিব বিশেষ—ব্যাখ্যা শুদ্ধ ক'রে।
দাসের বিষয় কিন্তু থাকে যেন মনে।

গবাচন্দ্র। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চিন্ত রহিও তুমি,
উপযুক্ত পুরস্কার দিব কার্য্যগতে।

ভগ্নচ্ছত্র স্কন্ধে বহি' চলিল ঘটক,
সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশে করিয়া স্মরণ।
কিন্তু অহো গতিরোধ হ'ল ঘটকের
হেরি' ছিদ্রযুক্ত ছিন্ন মলিন পাদুকা—
দ্বারদেশে আছে প'ড়ে নিম্নমুখ হ'য়ে,
অমূল্য সম্পত্তি যাহা ঘটকরাজের।
পাদুকার আদ্য শ্রাদ্ধ করি' মনে মনে,
ঘটক চলিল পুনঃ মন্থর গমনে।

ভগ্নচ্ছত্রবাহী, গৃহ ত্যজিবার পরে
গবাচন্দ্র পত্নী তাহে করিল প্রবেশ—
যেমন দেবতা রূপ, দেবীও তেমনি,—
কালির বোতল—যেন জীবন্ত সচল।
আলস্যের হাই তুলি' গবেন্দ্র-মোহিনী,
বিজড়িত রসনায় জিজ্ঞাসে পতিরে—
"কত দূর অগ্রসর বিবাহ-প্রস্তাব ?"
গবাচন্দ্র দিল তাহা আমূল বুঝা'য়ে।

আনন্দ-সংবাদে মত্ত গবেন্দ্র-মোহিনী
লুটাইল ধরাতলে অট্টহাসি হেসে;
সে হাসির রবে দিক্ হ'ল প্রকম্পিত—
প্রতিবাসী চমকিল ভাবি 'বজ্রাঘাত,

খ

শিশুগণ মা'র কোলে লইল আশ্রয়,
প্রান্তরে ছুটিল গাভী হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল।
 সুরাপানে মত্তবীর পুত্র ভুলুদাস,
ভাবিল, বাটীতে বুঝি প'ড়েছে ডাকাত।
অস্ত্র শস্ত্র ল'য়ে করে আসিবে যেমন,
ঘোর শব্দে গেল প'ড়ে অমনি ভূতলে।
সাধু পিতা পুত্রোদ্দেশে দিল নানা গালি,
গর্জ্জিয়া উঠিল তবে পুত্রের জননী।
মূর্খতার জন্য পতি, পত্নীর নিকটে
গললবস্ত্রে অপরাধ করিল স্বীকার।
 প্রবল শাসন-বাক্যে কহিল রঙ্গিণী,
রঙ্গরাজ গবাচন্দ্রে, তর্জ্জনী হেলা'য়ে—
"পিতৃ মুখে পুত্রগুণ হইলে প্রকাশ,
বিবাহ যে যা'বে ভেঙ্গে—মহা সর্ব্বনাশ!"



পঞ্চম স্তর।

অতিথি।

হাসিয়া হাসিয়া
চ'লেছে দুজনে,—
কমলা, মালতী—রূপের ডালা ;
স্নেহ-সূচিকায়
প্রীতি-ডোর দিয়ে
কে যেন গেঁথেছে কুসুম-মালা।
আনন্দ-তরঙ্গে
তরঙ্গিত প্রাণ,
কহি'ছে দুজনে মনের কথা ;
তরাশ, হুতাশ,
চিন্তা-দাবানল,
নাহি সে পরাণে মরম-ব্যথা।
কমলার করে
মালতীর কর,
ছুটেছে কভু বা চলেছে ধীরে ;

কভু স্থির নেত্রে
র'য়েছে দাঁড়া'য়ে
কানন-বাহিনী তটিনী-তীরে।
সে স্নেহের দৃশ্য
না পারি' সহিতে
বুঝিবা বিহগ হিংসার বিষে ;
"চ'খ গেল" বলি'
উঠিল কাঁদিয়া,
সে রোদন গেল বাতাসে মিশে।
পাখির উদ্দেশে হাসি' বলিল মালতী—
"মর্ পাখি, কালামুখো, চ'খ গেল বুলি—
দেখিবারে নাহি পার ভাল বুঝি কা'রো ?
ঝাঁটা মার তা'র মুখে যে পাপিষ্ঠ হেন,
'চ'খ গেল', 'চ'খ গেল' বুলি যা'র সার।"

কমলা। সাধে কি কুঁদুলী বলে সকলে তোমায়,
পাখীটিরো সাথে "বাদ", বাদ নাহি যায় !

মালতী। সে সবার স্বভাবের দোষ। আমি কিন্তু
নহি দোষী বিন্দু মাত্র তাহে। কভু নহি
কলহ-প্রবীণা—সে গভীর শাস্ত্রে মম
অত্যল্পই জ্ঞান ! তবু দিবে দোষ মোরে।

কমলা। ছিক্ দোষ, ক্ষতি কিবা! তুমি ত সরল,
পরের কথায় কেন হইবে চঞ্চল?

মালতী। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা! যাউক্ সে কথা—
নষ্টমতি দুষ্ট পাখি, কোন্ ইষ্ট তরে,
কানন প্রান্তর ব্যোমে ভ্রমি' যথা' তথা'
"চ'খ গেল" ব'লে ব'লে ক'রে জ্বালাতন?
পরশ্রীকাতর নর—পরের মঙ্গল
সহিতে পারে না তাই নয়ন হারায়;
এমন সুন্দর পাখী, এমন গরল,
ছড়া'বে জগতে কেন বল ত আমায়।

কমলা। বিধাতার দেখা পেলে সুধা'ব এবার,
'পাখির এমন ডাকে কিসে অধিকার?'

উভয়ের মুখে আর সরিল না বাণী—
অদূরে দেখিল এক সন্ন্যাসী নবীন,
গৈরিক বসনধারী, করে কমণ্ডলু
অন্য মনে আছে চেয়ে সুনীল গগনে।
সন্ন্যাসীর প্রসন্নতা নাহি সেই মুখে,
চিন্তাভারে অবসন্ন দেহ মন প্রাণ,
হৃদয়ের ব্যাকুলতা মুখে পরিস্ফুট—
কিন্তু তবু সৌম্যভাব—পবিত্র মূরতি!

ব্যাকুলতা, পবিত্রতা দুয়ের মিশ্রণে,
কেমন অদ্ভুত ভাব প্রতিভাত মুখে,
অপার্থিব, অচিন্তিত, অপ্রকাশ্য-তাহা।
অম্বর টানিল মুখে মালতী সুন্দরী
সন্ন্যাসী সম্মুখে, লাজে—সে যে বিবাহিতা,
কমলা—কুমারী, তবু ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা,
উভয়েতে প্রণমিল সাধুর চরণে।

অতি ক্ষীণ মৃদু হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী
কহিলেন—"নহি সাধু, সামান্য অতিথি,
প্রণাম গ্রহণে মম নাহি অধিকার।"

কমলা—ধরণী পানে চাহিয়া চাহিয়া
মৃদু বীণা-ধ্বনি মত বলিল অস্ফুটে—
"অতিথি সেবায় পিতা তৃপ্ত অতিশয়।"

অতিথি সে নিমন্ত্রণ করিল গ্রহণ
চলিল গৃহাভিমুখে মিলি' তিন জনে—
প্রথমে মালতী, মাঝে কলিকা কমল,
শেষভাগে চলিয়াছে অতিথি সরল।



ষষ্ঠ স্তর।

সুখ দুঃখ।

আনাহ্নিক সমাপন করিয়া রঞ্জন
ভক্তিভরে গীতা-সুধা করিতেছে পান ;
সাবিত্রী, রঞ্জন-পত্নী—পতিমুখ পানে
এক দৃষ্টে আঁছে চেয়ে প্রসাদ-আশায়।
সাংখ্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রহ্ম, ভক্তি, মোক্ষ যোগ
অধ্যায়ে অধ্যায়ে পাঠ করি' সমাপন,
ভাবাশ্রু পূরিত নেত্রে চাহি' ঊর্দ্ধপানে
মন্দে মন্দে ধীর ছন্দে কহিল রঞ্জন :—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

ভরিল ভক্তের প্রাণ ভক্তির ধারায়,
কি এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশিল দেহে ;
পতি পত্নী এক প্রাণে কেশব-উদ্দেশে
করিল ভকতি ভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

পত্নীর তৃষিত আঁখি অস্ফুট ভাষায়
কি যে ভাব প্রকাশিল ক্ষণপ্রভা মত,
বুঝিল পতিই শুধু অন্তরে অন্তরে,
স্মৃতির নিশ্বাস গর্জ্জি' কাঁপাইল ব্যোম্।
ক্ষণপরে ধীরে ধীরে কহিল রঞ্জন—
"তুচ্ছ কথা কেন তুমি ভাব অনুক্ষণ" ?

সাবিত্রী। দুর্ব্বল হৃদয় মম শোনে না যে মানা।

রঞ্জন। উপাড়িয়া ফেলে দাও এমন হৃদয়,
আদেশ পালনে যাহা নহে অনুরাগী।
সদা ভাব—"কি ছিলাম, হইলাম্ কিবা,
তত ধন, তত রত্ন কোথা' গেল চ'লে;
কোথায় ডুবিল তত সুখ, বিলাসিতা,
আধিপত্য, স্বেচ্ছাচার রহিল কোথায়।"
দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল ভাবনা,—
কোথা' সুখ, কোথা' সুখ, ঐশ্বর্য্য, গৌরব;
ভাবিবার আর বুঝি কিছু নাই ভবে
ঐশ্বর্য্যই সার রত্ন শিখেছ কেবল।

সাবিত্রী। আমি নারী, আঁখিবারি ফেলিতেই পারি,
বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্যের নাহি ধারি ধার;
সম্পদ আমার—মাত্র তোমার চরণ।

যেখানে যে ভাবে রাখ, আমি ত তোমার—
দাসী মাত্র, আর কোনো নাহি অধিকার।

রঞ্জন। কিছুতেই কারো নাহি কোনো অধিকার,
অধিকারী মাত্র এক—তিনি ভগবান—
তাঁ'রি ক্রীড়নক এই স্থাবর জঙ্গম।
তুমি পত্নী, আমি পতি, এই যে বন্ধন,
পুত্র, কন্যা, মাতা, ভগ্নী—সম্বন্ধ স্নেহের—
ইহাও তাঁহারি রঙ্গ জীবন-নাটকে।
কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়াছি কার্য্য করিবারে,
সুখ দুঃখ সমভাবে হইবে বহিতে,
অন্যথায় নাহি হয় কর্ত্তব্য সাধন।
সুখ দুঃখ—কিবা তাহা ? অলীক স্বপন !
মনের দারুণ ব্যাধি—অশান্তি—বিকার।
নিয়োজিলে হৃদয়ের স্বাধীন শকতি,
সুখ দুঃখ নিমিষেতে হয় পদানত।
বাড়াও সুখের মাত্রা, বাড়িবে অধিক,
লুপ্ত কর সত্ত্বা তা'র,—আসিবে না কাছে।
নিত্য সুখ, চির-শান্তি পেতে চাও যদি,
ভগবানে কর তবে আত্ম-সমর্পণ ;
মানব জন্মের কর কর্ত্তব্য পালন,

ক্রীতদাস মত সুখ সেবিবে তোমায়।
ব্যাধির তাড়নে, সুখে করিলে নির্ভর,
উৎসন্নের পথমার্গে হ'বে অগ্রসর।

সাবিত্রী। জানি সব, বুঝি সব, হৃদয়-বল্লভ,
জানিয়াও, বুঝিয়াও তবু নিরুপায়;
কি করি উপায় নাথ, বল না আমায়!
পড়ে মনে অতীতের কথা, মনে পড়ে
অতীত-গৌরব, অতুল সম্পদ ভার;
সেই দিন, আজ্ঞা মাত্র শত দাস দাসী
ছুটিয়া আসিত কাছে পালিতে আদেশ।
ব্যথিত অন্তরে আজ ডাকি যদি কা'রে,
কেহত আসে না আর—"আহা" বলিবারে!

রঞ্জন। সেই মায়া, সে ক্ষুদ্রতা, সেই অভিমান!—
শাস্ত্র পাঠ বৃথা হ'ল, বৃথা ব্যাখ্যা তা'র।

সাবিত্রী। দিওনা গঞ্জনা, নাথ, অজ্ঞান বলিয়া।
হৃদয়ের ভাবটুকু করেছি প্রকাশ,
অপরাধ হ'য়ে থাকে, ক্ষমা কর মোরে।
ঐশ্বর্য্যের ভিখারিণী নহি আমি আর,
বলি যাহা, তাহা মাত্র—পূর্ব্বস্মৃতি বশে।

এইত এতটা বেলা আছ অনশনে,
জিজ্ঞাসিতে আর কেহ আছে কি ভুবনে ?

রঞ্জন। আছে, ভগবান ; আর সাবিত্রী সুন্দরী,
চিরকাল জিজ্ঞাসাটা যাঁহাদের ভার।
পিতা গেছে, মাতা গেছে, ভগিনীও গেছে,
আর কে জিজ্ঞাসাহ্বাদ করিবে ললনে ?
সে কারণে এত খেদ কেন গো তোমার,
যা'র আছে ভগবান, কি নাহি তাহার ?

সাবিত্রী। বুঝিয়াও তবু প্রাণ বুঝিতে না চায়—

রঞ্জন। এ দুষ্ট রোগের মাত্র এক প্রতীকার,
নিত্য শুদ্ধ ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস।

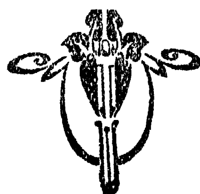
সাবিত্রী। করিব এবার।

রঞ্জন। শক্তি দি'ন্ ভগবান।
কমল কোথায় ?

সাবিত্রী। গেছে শিবপূজা তরে।
অন্য দিন এতক্ষণ ফিরে আসে গৃহে—
কি জানি এখনো কেন ফিরিল না আজ !

রঞ্জন। দেখি তবে—এখনো কি আছে ধ্যানে ব'সে-
আনন্দ-রূপিণী বালা বড় ভক্তিমতী।

না হইতে নাম শেষ আসিল কমলা,
সঙ্গেতে অতিথি আর মালতী সুন্দরী—
অর্দ্ধাবগুণ্ঠণে ঢাকা ফুল্ল মুখখানি।
পিতৃ মুখে চাহি বালা কহিল "অতিথি ;"
—স্ফুরিল না কথা আর—ব্রীড়াভরে নত,
—ছুটিল মালতী সাথে চপলার মত।



সপ্তম স্তর।

অতিথি-সৎকার।

"সেই তুমি! সেই তুমি!—তুমি না শঙ্কর!"
গ্রীবাদেশ বামভাগে মৃদু হেলাইয়া,
বিস্ফারিত নেত্রে চাহি' বিস্ময় আবেশে,
আগন্তুকে লক্ষ্য করি' কহিল রঞ্জন—
"সেই তুমি! সেই তুমি! তুমি না শঙ্কর,—
বাল্যবন্ধু শশাঙ্কের নয়নের মণি!"
ধীর স্থির শুষ্ককণ্ঠে কহিল অতিথি :—
"আমিই শঙ্কর বটে—দীন ভাগ্যহীন—
প্রপীড়িত, নিগৃহীত বেদনা ব্যথায়।
ভুলেছিনু মাতৃশোক চাহি' পিতৃ-মুখ,
আজ কিন্তু দুই শোকে জ্বলিতেছে বুক।"

শশাঙ্ক-বিয়োগ বার্ত্তা শুনিয়া রঞ্জন
কিছুক্ষণ শূন্য মনে বিষাদিত মুখে
রহিল চাহিয়া শুধু আকাশের পানে।
নড়িল না হস্ত, পদ, নড়িল না দেহ,

স্থির, অচঞ্চল চক্ষু—নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্—
শ্বাস-ক্রিয়া রোধ যেন হয়েছে সে দেহে।
ক্ষণপরে ধীরে ধীরে ফেলি' দীর্ঘশ্বাস,
প্রকাশিল স্থির কণ্ঠে হৃদয়-উচ্ছ্বাস—
"স্মৃতির কবাট বন্ধ করি' এতদিন
ঘুমা'য়ে পড়িয়াছিনু বিস্মৃতির ক্রোড়ে,
সহসা সে দ্বারে করি' দারুণ আঘাত
ভেঙ্গে দিলে নিদ্রাঘোর—স্বপ্ন-বিজড়িত।
মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি মনোহর,
পড়ে মনে শৈশবের বন্ধুত্ব-বন্ধন,
মনে পড়ে—

শঙ্কর। বন্ধুত্বের ঘোর অত্যাচার।
জানি আমি, পিতা মম স্বার্থসিদ্ধি আশে,
বিষয় সম্পদ তব করি' অধিকার
দিয়াছেন মনস্তাপ ও দেব-হৃদয়ে।
জ্ঞাত আছি, শিশু-কন্যা, পত্নীর সহিত
বিনা অর্থে; এক বস্ত্রে জন্মভূমি ত্যাগ;
দেখেছিনু ও বদনে বিদায়ের কালে
একটী চিন্তার রেখা পড়ে নাই কভু,
একটী দীরঘ শ্বাস হয়নি নিঃসৃত,

একটী অপ্রিয়বাণী সরে নাই মুখে।
একাদশ বর্ষগত সেই দিন হ'তে,
আমি কিন্তু ভুলি নাই অতীত-কাহিনী,
নিদারুণ ব্যথা যাহে সদা অনুভবি।
হায় পিতৃদেব আর নাহিক ধরায়,
বৃথা আন্দোলন কেন আর সে কথার!'

রঞ্জন। হে শঙ্কর: কেন মোরে ভাব এত হীন—

শঙ্কর। হীন! হীন! হীনতার পরিচয় বটে!
এমন হীনতা যেন পাই যুগে যুগে।
থাকুক্ সে কথা,—শুন দেব, কোন্ কার্য্যে
দীন বেশে আসিয়াছি দ্বারেতে তোমার।
পিতা মম মৃত্যুমুখে নিজ অপরাধ,
করেছেন মুক্ত কণ্ঠে আপনি স্বীকার।
জানাইতে সে বারতা তব সন্নিকটে,
প্রত্যর্পণ করিবারে অপহৃত ধন—
প্রতিশ্রুত এ অধীন—পুত্র আমি তাঁ'র।
পিতৃ-নিন্দা স্কন্ধে বহি' পিতার আদেশে,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক এসেছি হেথায়—

রঞ্জন। তুমিই পাঠায়েছিলে লিপি এক মোরে,
বিষয়-উদ্ধার-বার্ত্তা কহিয়া ইঙ্গীতে?

শঙ্কর। সে আমিই বটে ! ভেবেছিনু ফিরে গেলে
আপনার দেশে, বলিব সকল কথা
অবসর মত। পাই নাই প্রত্যুত্তর,
ছুটিয়া এসেছি তাই ধরিতে চরণ,
চল দেব, চল ফিরে দেশেতে এখন।

রঞ্জন। রহ বৎস, রহ রহ, আছ যেইখানে,
দেব-করে পদস্পর্শ করিও না ছলে।
সত্য বটে পিতা তব মোহ, ভ্রান্তিবশে,
কিম্বা কোনো কুজনের অসূয়া-বুদ্ধিতে
সামান্য আঘাত মাত্র দিয়াছিল মোরে ;
কিন্তু ব্যথা গেছে ঘুচে দর্শনে তোমার—
স্নিগ্ধ শান্তোজ্জ্বল ছবি প্রতিভা পূরিত।
এমন কর্ত্তব্যবান উদার পরাণ,
হেন ধর্ম্মপরায়ণ এমন সুজন,
দেখি নাই এ জগতে জীবনে আমার।

শঙ্কর। করি নাই আমি হেন আশ্চর্য্য করম্
এতটা প্রশংসা যাহে করি উপার্জ্জন।

রঞ্জন। তোমার যে কার্য্য তাহা আশ্চর্য্য অধিক।
হেন পুত্র কয়জন, সংসার ভিতরে,

নিজ স্বার্থ-মূলে যা'রা মারিয়া কুঠার
পিতার আদেশ করে যতনে পালন ?

শঙ্কর। আছে বহু সুসন্তান—বিদ্যা বুদ্ধি বলে,
পিতৃঋণ শোধে যা'রা রুক্ষ ব্যবহারে।
নাহি দেব, তত মম বিদ্যার গৌরব,
নাহি সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে কর্ত্তব্য-জ্ঞান—
কেমনে অবজ্ঞা করি পিতার আদেশ ?
মুক্তি দি'ন্, মুক্তি দি'ন্, মিনতি আমার,
সত্যে বদ্ধ এ অভাগা—করুন্ উদ্ধার।

রঞ্জন। অলৌকিক অভিনব চরিত্র তোমার !
সত্য হ'তে মুক্ত তুমি আপন শক্তিতে।
কঠিন কর্ত্তব্যবান্ তুমি মহাপ্রাণ,
কারো প্রাণে রেখেছ কি কর্ত্তব্যের বাকী ?
এবে অনুরোধ বৎস, ত্যজ দীন বেশ,
চল ফিরে মোর সাথে আপনার দেশ।

শঙ্কর। ক্ষমা ভিক্ষা চাহি পদে—এমন আদেশ
নারিব পালিতে আমি অধীন কিঙ্কর।
এই বেশ উপযুক্ত মম, এই বেশে
ভিক্ষা করি' কাটাইব দিন, এই বেশে
পিতৃ-স্মৃতি করিব রক্ষণ। কেন বেশ

করিব বা ত্যাগ, কেন দেশে পুনঃ যা'ব
ফিরে ; কি আছে আমার, কেবা আছে মোর,
কা'র তরে রাখিব বা সংসার-বন্ধন ?
ফিরে গেলে দেশে, অঙ্গুলী হেলা'য়ে লোকে
সহস্র জিহ্বায়, নিন্দা করিবে পিতার,—
আমি কি শুনিব তাহা কাপুরুষ মত ?
তাঁ'র চেয়ে প্রবাসেতে র'ব মন-সুখে
ভগবৎ পদে প্রাণ করি' সমর্পণ।

রঞ্জন। অনুমান যথার্থ তোমার—নিন্দুকের
জিহ্বা-অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর। পিতৃ-বন্ধু
আমি তব, রাখ অনুরোধ—ফিরে এস
সংসারেতে সংসারের হিতে, শিখাইতে
সংসারীরে কর্ত্তব্যপালন, উদ্ধারিতে
পাপ-মগ্ন পতিত মানবে, শান্তি দিতে
শোকাতুরে অশান্তির মাঝে। ধীর-বুদ্ধি
তুমি, সহৃদয় তুমি, তুমি ধর্ম্মপ্রাণ,
এস ফিরে সংসারেতে সাধিতে কল্যাণ।

শঙ্কর। তবু—

রঞ্জন। "তবু" তব না শুনিব আর। ফিরে
এস, ফিরে এস সংসারের মাঝে, ফিরে

এস সাধিবারে পরের মঙ্গল।

শঙ্কর। ক্ষুদ্র—

রঞ্জন। ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় করিও না আর।
এ জগতে "ক্ষুদ্র" হেন নহে ত অনেক ;
করগত যদি তাহা, ত্যজিব কেমনে ?
রহ তুমি এইখানে,—ফিরিব না দেশে,
ভাবিব আপন দেশ রহিয়া প্রবাসে।

শঙ্করের হস্তখানি ধরিয়া রঞ্জন,
গৃহান্তরে ল'য়ে গেল ছাড়াইতে বেশ ;
নব বস্ত্র দিল আনি' সুন্দরী কমলা
শঙ্কর দ্বিরুক্তি আর করিল না তাহে।

অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি করি' আত্মসাৎ
অতিথি, বিশ্রাম-গৃহে করিল শয়ন,
সুবাসিত মুখ-শুদ্ধি অতিথির করে
কমলা তুলিয়া দিল পিতার আদেশে।
সাবিত্রী ভাবিল—ইহা অতিথি-সৎকার,
মালতী পাড়িল কিন্তু কম্বুতে ফুৎকার।



অষ্টম স্তর।

বিপদ।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। পশ্চিম গগনে
দিনকর ক্ষীণ আভা, তিমির ঘটায়
মিলিত হইয়া ক্রমে হ'তেছে বিলীন।
নিভৃত গবাক্ষে বসি' একটী তারকা,
সভয়ে দেখিল চাহি' দিবা অবসান;
অমনি ডাকিল তা'র আত্মীয়ের দলে
প্রাণ ভ'রে খেলিবারে উন্মুক্ত বিমানে।
প্রচণ্ড রবির কর নাহি সেথা' আর,
আনন্দ প্রকাশ এত তাই তারকার!
ঝিল্লী রবে মুখরিত কানন প্রান্তর
স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইল সহসা;
খদ্যোত, বিটপী অঙ্গ করিয়া ভূষিত
অসংখ্য রতন-দীপ্তি করিল প্রকাশ।
লোমশ কুক্কুরী এক করিয়া পশ্চাতে

মৃদুমন্দ অন্ধকারে আবরিয়া তনু
দুইটী কিশোরী ধীরে চলেছে কাননে—
উভয়ে উভয়ে বাঁধি' বাহুলতা-পাশে।
মালতীর করখানি কমলার গলে,
বেষ্টিত কমলা-করে মালতীর কটি।
দুজনে নীরব—কিন্তু অধরেতে হাসি,
প্রকাশিছে হৃদয়ের আনন্দ-কল্লোল,
যা'র কাছে পরাজিত জগতের ভাষা।
সমীরণ বিকম্পিত অঞ্চল দুখানি,
দেহ-সরে খেলিতেছে রাজহংসী মত ;
সুরসিক গন্ধবহ নাচাইয়া তা'য়
কভু বা তুলি'ছে শূন্যে, ফেলিতেছে কভু
অকণ্টক সকণ্টক তরুর উপরে।
রসিক খদ্যোত এক অনাহুত হ'য়ে
কমলার কবরীতে ধীর ভাবে বসি'
করিতেছে অনিলের কার্য্য আলোচনা।
সখীদ্বয় যত টানে সলাজে অম্বর,
রঙ্গ তত করে বায়ু তা'দের উপর।

নীরব নিশির ভাঙ্গি' নীরবতা
হাসিল মালতী তুমুল নাদে,
প্রতিধ্বনি তা'র দিক্ দিগন্তরে
চলিল ছুটিয়া স্বরের ছাঁদে।
ফিরে সেই হাসি আসিল আবার
মালতীর কাছে হাসির খনি ;
চমৎকৃতা বালা হাসিল আবার,
ছুটিল আবার সে প্রতিধ্বনি।
মালতীও হাসে, কমলাও হাসে
সে হাসির অন্ত নাহিক আর,
বেদম্ হাসিয়া পড়িল ঢলিয়া
সে হাসিতে প্রাণ বাঁচান ভার।
হাসির ঘটাটা থামিল যদি বা
কাশির কম্পন আরম্ভ হ'ল,
হাসির কাশির অপূর্ব্ব মিশ্রণ
নিদ্রিত কাননে জাগা'য়ে দিল।
হাসিতে শ্রান্তি আসিল যখন
সুধা'ল কমলা সখীরে তবে,
"বল দিদি, তুমি সত্য ক'রে বল
কেন বা হাসিলে এমন রবে ?"

মালতী। স্মরি' মনে গবাচন্দ্র-কথা, অঙ্গভঙ্গী
তা'র, বিষম চীৎকার, নৃত্য, উল্লম্ফন,
ভয় প্রদর্শন, ভিক্ষা নিবেদন, একে
একে যত পড়ে মনে, পায় হাঁসি তত।
বলে কিনা---রূপবান ভুলুদাস-করে
সমর্পিতে প্রাণ ধ'রে তোরে লো কমলা।
মর্কট আকার পুত্র বিদ্যা বুদ্ধিহীন,
মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, বিলাসের দাস,
পিতামাতা ততোধিক; তথাপিও আশা--
দেব-কন্যা হ'বে বধূ তা'দের ইঙ্গিতে।
হা-হা-হা-হা ধর সখি, যাই বুঝি প'ড়ে
হাসির আবর্ত্ত ঘোরে ফাটে বুঝি পেট!

কমলা। থাম্ দিদি—ভাল নয় অত হাসি! কেন
প্রাণ যা'বে বেখোরেতে! তা'র চেয়ে কর
এক কাজ, অপমৃত্যু ভয় নাহি র'বে।
পতিতে সহানুভূতি দেখাও তোমার,
তোমার দয়ায় হ'বে পতিত উদ্ধার।

মালতী। সেরূপ দর্শনশাস্ত্রে নাহি মম জ্ঞান,
সুতরাং নারিলাম্ পালিতে আদেশ।

সঁপেছিস্ প্রাণ না কি ভুলুদাস করে,
এত তর্কজাল বুঝি তাই তা'র তরে।

কমলা। রমণীর ধর্ম্ম যাহা, কহিয়াছি তাঁহা,
উপহাস কেন দিদি তাহার্তে বা এত!
যে ভাল, তাহারে ভাল অনেকে ত বাসে,
অ-ভালরে কয়জনে বাঁধে স্নেহ-পাশে!

মালতী। প্রেমডোরে বাঁধ সখি লক্ষ নরে তবে,
অ-ভাল এ সংসারেতে নাহি আর র'বে।

কমলা। বিদ্রূপের কথা নহে দিদি!—শুনিয়াছি
পিতৃ মুখে, নানাবর্ণ প্রেম। পাত্র ভেদে
গতি ভেদ। যেই প্রেম ভরে ডাকি ইষ্ট-
দেবতায়, ভিন্ন তাহা পিতৃপ্রেম হ'তে।
পুত্রপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, দম্পতির প্রেম
নহে তুল্য কদাচন, কর ত স্বীকার।
সেইরূপ দীন হীনে কর যদি প্রেম,
দোষনীয়, অশাস্ত্রীয় কেন হ'বে তাহা?
যাহাদের কথা ল'য়ে এত রঙ্গ তব
ভাগ্যহীন, তা'রা, দিদি, চক্ষেতে আমার;
তা'দের দুর্দ্দশা দেখে যদি করি আহা,
বল দেখি, নিন্দনীয় হইবে কি তাহা?

নীরবে বিস্মিত নেত্রে দেখিল মালতী,
আঁধারের মাঝখানে প্রতিভা-আলোকে
প্রতিভাত সগৌরবে অমলা কমলা
মৃদু মৃদু হাসিতেছে দুলা'য়ে অঞ্চল।
কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়ার অনুজ্জ্বল শশী
এতক্ষণে পরিহরি তরুর আশ্রয়,
দিগন্তে রজত-ধারা ঢালিল নীরবে
ঘুচাইতে রজনীর জমাট আঁধার।
উত্যক্ত, বিক্ষিপ্ত, ভীত, চঞ্চল তিমির,
স্থান হ'তে স্থানান্তরে করি' ছুটাছুটি
কত যে সাধিল চন্দ্রে !—কিন্তু কেবা শুনে !
আবেদন, নিবেদন ঘন আঁধারের—
বিচারক নিশাকর তুলিল না কাণে।
কিন্তু তবু ছাড়িল না বনভূমি-মায়া,
যুঝিতে লাগিল কুঞ্জে সে আলো ও ছায়া।
সভয়ে দেখিল চাহি' মালতী, কমলা
অস্পষ্ট আলোকে যেন প্রেতমূর্ত্তি দুই
চেয়ে আছে অনিমিষে তাহাদেরি পানে।
দুই সখী দৃঢ় করে বাঁধি' পরস্পরে
একের মুখের পানে চাহিল অপরে।

পলকেতে ব্যাঘ্রশক্ষে সে কর্ব্বুরদ্বয়
দুই কিশোরীর কর ধরিল চাপিয়া ;
নিরাশ্রয়া অবলার সাহায্য-আহ্বান
আলোড়িল বনভাগ—মথি' নীরবতা।
সেই সঙ্গে কুক্কুরীর তীব্র আর্ত্তনাদ—
শত্রু-আক্রমণ চেষ্টা বিপুল বিক্রমে—
প্রতিধ্বনিময় বন করিল কম্পিত।
কাঁপিল দস্যুর প্রাণ ক্ষণেকের তরে,
শিথিল হইল মুষ্টি, শীতল শোণিত ;
ভাবিল সে রব বুঝি ঘটায় বিপদ,
অবলার রক্ষাকর্ত্তা বুঝি এসে পড়ে।
আসিল না কিন্তু কেহ আর্ত্তের আহ্বানে,
অস্ফুট উত্তর দিল মাত্র প্রতিধ্বনি ;
প্রলোভিত ব্যাধ তবে সুন্দরী-শীকারে
দ্বিগুণ শক্তিতে বাহু ধরিল আঁটিয়া।
পড়িল কুক্কুরী-পৃষ্ঠে অস্ত্রের আঘাত,
শোণিত-প্লাবিত দেহে ছুটিল সে গৃহে।
কদলী-পত্রের মত কম্পিতা মালতী—
ভীতা ত্রস্তা কমলায় প্রদানি উৎসাহ
জড়িত-জিহ্বায়, প্রেতে করিল জিজ্ঞাসা—

"অবলা উপরে কেন বৃথা উপদ্রব ?"
প্রত্যুত্তর তা'র মাত্র—সুদৃঢ়-বন্ধন,
মুখ চ'খ বস্ত্রাবৃত হ'ল তাহাদের।

নিস্তব্ধ কমলা—মালতীর দেহে—
কোথা হ'তে দৈববল হইল সঞ্চার-
যুঝিতে লাগিল বালা বিপুল বিক্রমে।
কিন্তু তাহা বৃথা ! ব্যাধের কবল হ'তে—
কেমনে রমণী হায় পাইবে নিস্তার।
ভামিনীর ক্ষুদ্র শক্তি পরাজয় মানি'
লইল ধরণী-ক্রোড়ে অবশেষে স্থান।

কুতূহল-দীপ্ত মুখে আসিল শঙ্কর
রক্তাক্তা কুক্কুরী সাথে, দীর্ঘ যষ্টি করে ;
দস্যুরা ভাবিল এবে নহে নিরাপদ—
অতএব পলায়ন উচিত সত্বর।

শঙ্কর রোধিল পথ—বাধিল সমর,
তস্কর গণিল মনে বিষম প্রমাদ,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বাম স্কন্ধ ভেদি' অরাতির,
লম্ফে লম্ফে দস্যুদ্বয় করিল প্রস্থান্।

বন্ধন করিয়া মুক্ত দুই বন্দিনীর,
পড়িল শঙ্কর ভূমে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে

প্রভুভক্ত কুক্কুরীটি কর্ত্তব্য সাধিয়া—
প্রকৃতির ঋণটুকু দিল পরিশোধ ।
দুইটী নবীনা দুঃখে বিস্ময়ে ডুবিয়া—
শঙ্করের দেহ ল'য়ে রহিল বসিয়া ।



নবম স্তর।

সেবা।

বহু কষ্টে রক্তস্রাব হইয়াছে রোধ—
চৈতন্য-বিহীন কিন্তু জ্বরের প্রকোপে ;
বকি'ছে প্রলাপ মাত্র অসংলগ্ন ভাবে,
পিপাসায় শুষ্ক তালু ভগ্ন কণ্ঠস্বর,
ধমনী চঞ্চল অতি দুর্ব্বল শরীরে,
বাতাহত পত্র মত কাঁপি'ছে হৃদয়।
রোগীর অবস্থা দেখি' ভীত বৈদ্যরাজ,
ভাবিতেছে—ঔষধেতে কি হইবে কাজ !
রঞ্জন, সাবিত্রী আর মালতী, কমলা,
রোগ-শয্যা পার্শ্বে আছে নিঃশব্দে বসিয়া।
এক রাত্রি, একদিন এইরূপে গত,
কাল রাত্রি আজ বুঝি পোহা'ল না আর।
ক্ষীণ, ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ নাড়ী, হস্ত, পদ
ক্রমেতে শীতল—নাহি সেই চঞ্চলতা ;

দীর্ঘ অবসরে দীর্ঘ বহি'ছে নিশ্বাস—
মৃত্যুর কালিমা চিহ্নে চিহ্নিত নয়ন।
উষ্ণ দুগ্ধ দিল বৈদ্য রোগীর বদনে
কিন্তু তাহা হইল না গলাধঃকরণ—
প'ড়ে গেল শয্যাতলে কপোল বহিয়া
ভিষক ভ্রুকুটীভঙ্গে ছাড়িল নিশ্বাস।
কিন্তু শ্বাস যতক্ষণ, আশা ততক্ষণ,
আশা না থাকিলে তবু আশা করে নর।
পুনরায় দিল বৈদ্য, দুগ্ধ, রোগী-মুখে
আশা-মন্ত্রে স্থির করি' প্রক্ষিপ্ত হৃদয়।
পড়িল না আর—তাহা দেখি' চিকিৎসক
স্মরিয়া দুর্গারে, আর স্মরিয়া দেবতা,
মৃগনাভি করাইল রোগীরে সেবন।
ক্ষণপরে ধীরে ধীরে লাগিল বহিতে
নীরব নিস্পন্দ দেহে জীবন-প্রবাহ।
শ্বাস-ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে বহিল নাসায়,
হৃদয়ের ছিন্ন তন্ত্রী বাজিল আবার,
হস্ত, পদ অতি ধীরে হইল কম্পিত।
মুদিত নয়ন দুটী কুঞ্চিত করিয়া—
কি যেন বলিল রোগী উদ্দেশে কাহার।

বৈদ্যরাজ আশা দিয়া সে রাত্রির মত
চলিল আপন গৃহে বিশ্রামের তরে ;
সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনাদি গেল গৃহান্তরে,
গেল না কমলা শুধু—রহিল সেথায়।
প্রতিজ্ঞা সে করিয়াছে জীয়া'বে শঙ্করে,
শঙ্করের হেন দশা যে তাহারি তরে !



দশম স্তর।

অনুতাপ।

রজনীর নীরবতা ভাঙ্গি' ঘোর-রোলে
গবাচন্দ্র গৃহ হ'তে উঠিল চীৎকার—
"ও বাবা গো—কি হ'লো গো।" সেই শব্দে প্রতি-
বাসী বিচারিল মনে, গবাচন্দ্র-পুত্র-
রত্ন, বীর ভুলুদাস, সুরার প্রবাহ-
রঙ্গে, ঘোর মত্ততায়, একটা কুকার্য্য
কিছু করেছে নিশ্চয়। পুত্রের জননী
তাই, পুত্র স্নেহবশে, ডাকি'ছে আত্মীয়-
গণে সাহায্য আশায়। অতএব কেহ
তাঁ'রা ছাড়ি' শয্যাসুখ, গবাচন্দ্র-গৃহ
পানে চাহিল না যেতে। বহু বিঘ্ন তাহে!
ভুলুর জননী যদি বাটীতে আপন,
প্রতিবাসী কাহাকেও নেহারে সহসা,
সে দেখার প্রতিকার করিবে নিশ্চয়—

ভীষণ গর্জ্জন, ঘোর আস্ফালন, গালি-
বৃষ্টি, হয়ত বা শতমুখীরূপ বজ্রাঘাত
আগন্তুকে ক'রে দিবে চলচ্ছক্তিহীন।
অভ্যাগতে এইরূপ সম্ভাষণ যা'র,
কোন্ জন যেতে চায় নিকটে তাহার ?
"বাবাগো বাবাগো"—শব্দ শুনি' প্রতিবাসী
আবার নিদ্রার কোলে লইল আশ্রয় ;
সমবেদনায় কা'রো ব্যথিত হৃদয়
সে ব্যথার প্রতিধ্বনি করিল না ভুলে।
আর্ত্তের বেদনাবশে করুণ চীৎকার,
শিবার প্রহর-বাদ্যে গেল মিশাইয়া ;
হো হো শব্দে সমীরণ ঘোষিল ধরায়
পাপীর বিলাপে কেহ না হয় ব্যথিত।
"চুপ কর ন্যাকা মাগী, রাখ কান্নাহাটি,
তোমার কান্নার তরে প্রাণটা কি যা'বে ?
দে'য়ালেরো কাণ আছে—যদি শুনে ফেলে,
এখনি প্রকাশ হ'বে নগরে নগরে।
রক্ত, রক্ত চারিধারে, শুধু রক্ত-স্রোত,
রক্তের তরঙ্গে বুঝি ভেসে চলে যাই,—
ধর ধর ধর মোরে কে আছ কোথায়"—

ভগ্ন স্বরে ভুলুদাস বলি' এই কথা,
প'ড়ে গেল ভূমিতলে অচেতন প্রায়।
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভীত জনক জননী
পুত্রের সে মুখপানে রহিল চাহিয়া।
জনক ভাবিল—পুনঃ সুরার কৃপায়
পুত্রের মস্তিষ্ক বুঝি হ'য়েছে বিকৃত।
কিন্তু সুরাপান-চিহ্ন নাহি ত সে মুখে,
—তবে কি তবে কি ইহা স্বপনের ঘোর!
তাহাও ত নহে! সুরা নহে, স্বপ্ন নহে,—
তবে কি এমন গিয়াছে ঘটিয়া, যাহে
ভুলু হেন বীর নিস্তেজ, নিঃশব্দ, ভীত!
ভাবিয়া উত্তর কিছু না হইল স্থির,
উদ্বেগের মাত্রা শুধু লাগিল বাড়িতে।
ভুলুদাস আরম্ভিল পুনঃ—"কি ভাবি'ছ
মা গো? কি ভাবি'ছ জনক আমার? শুন,
আলোড়িয়া প্রাণ মোর কি ভীষণ নাদে
কহি'ছে আমায়,—"অগ্নি-কুণ্ডে পোড়াইব
তোরে, তবে তোর প্রায়শ্চিত্ত হ'বে সমা-
ধান। ভীরু, কাপুরুষ পিতা পুত্র—আর
পাপিনী জননী! হত্যাকারী তিন জন—

উপযুক্ত শাস্তি তোরা জনে জনে পা'বি।
কি ভীষণ হুতাশন দেখ দেখ চেয়ে
শঙ্করের হত্যাফলে প্রজ্জ্বলিত আজ ঃ—
রোষ-কষায়িত নেত্রে বিরাট পুরুষ
কহি'ছে, সে অগ্নি-কুণ্ডে করিতে প্রবেশ।
বাবা—বাবা—"

বক্তা ভূপতিত পুনঃ। মুখে
জল দিল মাতা, করিল ব্যজন পিতা
সভয় অন্তরে। কিন্তু তবু দেখাইয়া
দুর্জ্জয় সাহস, কহিল পুত্রের মাতা—
"যাদুধন, দেখেছ স্বপন, তাই বুঝি
এত আস্ফালন! আমি ভাবি, কিনা হ'য়ে
গেছে। ওঠ বাবা, আঁধারের আলো, এক
মাত্র পুত্র তুমি—অঞ্চলের নিধি। হয়
হ'ক পাপ—যাহা চাহ, দিব আনি তাহা।
হয় যদি প্রবেশিতে অগ্নি-কুণ্ডে, তাহে—
কাতর নহিক আমি রে বংশ-প্রদীপ!',
আমি নহি জনক তোমার—যে শঙ্কায়,
ভুলে যা'ব সাধিবারে পুত্রের কল্যাণ।"

গৃহিণীর সমাদরে হ'য়ে আপ্যায়িত,
গবাচন্দ্র মুখভঙ্গী করিল বিকট ;
কিন্তু গৃহিণীর দৃষ্টি পড়িতে সে দিকে
মুখ হ'তে অমানিশা স'রে গেল ত্বরা ।
গবাচন্দ্র উত্তরিল কাষ্ঠ-হাসি হেসে—
"গৃহিণীর ওই দোষ, যেথায় সেথায়
আমার কলঙ্ক-গাথা করিবে প্রচার ।
পুত্রে ভালবাসিবারে জানি না কি আমি,
তবে কিনা—অতিরিক্ত কিছু ভাল নয় ।
বৃথাদরে পুত্রটার খেয়েছ মস্তক,
আমি পারি নাই সেটা, এই অপরাধ ।"
গবেন্দ্র-মোহিনী কণ্ঠে মধুর ঝঙ্কার
উঠিতে উঠিতে গেল নীরব হইয়া—
গবাচন্দ্র ভয়ে নহে, পুত্রের কারণে—
পুত্রবর বসিয়াছে উঠিয়া তখন—
শরীরে বেপথু, মুখে নিদারুণ ভয়,
শূন্যনেত্রে প্রকাশিছে অন্তরের ছবি ।
"হে জননী, এ শোণিত কিসে প্রক্ষালিত"—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি' কহে ভুলুদাস—
"হে জননী, এ শোণিত কিসে প্রক্ষালিত

হ'তে পারে, গুপ্তভাবে, জান কি উপায় ?
সপ্তসমুদ্রের জল করি' একত্রিত,
রঞ্জিত এ কর যদি ডুবাই তাহাতে,
তথাপি সে জলে এই উত্তপ্ত শোণিত
কিছুতেই ধুইবে না—অভিশপ্ত ব'লে।
নিদারুণ অনুতাপে দহি'ছে হৃদয়,
পাপ-চক্ষে কমলারে কেন হেরেছিনু,
কেন হরিবারে তা'রে গেছিনু কাননে,
পবিত্র শঙ্কর-অঙ্গে কেন প্রহারিনু,
নীচ, হীন ঘৃণ্য গুপ্ত হত্যাকারী মত !
সেই হ'তে নিদ্রা গেছে, গেছে শান্তি, সুখ,
ভেবে ভেবে হইয়াছি বিকৃত মস্তক,
অবিরত বিভীষিকা সম্মুখে আমার
দেখিতেছি জাগরণে, শয়নে স্বপনে।
ওই দেখ আসিতেছে শঙ্কর আবার,
এইবার বধিল বা জীবন আমার।"

তিনজনে ভীতনেত্রে বাতায়ন-পথে
শঙ্করের প্রতীক্ষায় রহিল চাহিয়া;
কিন্তু মনুষ্যের চিহ্ন নাহিক সেথায়,
ঝিল্লীরবে মুখরিত দিগন্ত কেবল।

জনক ভাবিল—ইহা বিকার লক্ষণ,
জননী ভাবিল—বুঝি, অলীক স্বপন !
ক্ষণেকের তরে চিন্তা করি' ভুলুদাস,
পুনর্ব্বার আর্ত্তস্বল উত্তেজিত স্বরে--
"তোমাদের আদরের একটী সন্তান ;
আমি ত শৈশব হ'তে করি নাই পাপ,
তোমাদেরি কুশিক্ষায়—কু-অভ্যাস-দোষে
মতি গতি নীচ অতি যৌবনে আমার।
যখন যে ইচ্ছা মনে হ'য়েছে উদয়,
করিয়াছি তাহা, বিনা বাধা বিপত্তিতে ;
হে জনক, হে জননী, একটীও কথা
কখনো ত বল নাই শাসিতে আমায় !
তদুপরি পৈশাচিক রীতি তোমাদের,
আমার সে পাপানলে কামনা-ইন্ধন,
অবিরত যোগায়েছে—করেছে পামর—
দুর্ব্বৃত্ততা-ধূমে এবে অন্ধকার দিক্।'
সেই অন্ধকারে ডুবি' নানা মহাপাপ
করিয়াছি এ জীবনে না করি' বিচার';
কিন্তু শঙ্করের হত্যা বিনা অপরাধে,
অজ্ঞাত কারণ বশে সহিল না আর।

তীব্র প্রায়শ্চিত্ত তা'র অতি প্রয়োজন ;
চলিলাম করিবারে—বিদায় এখন।"
ছুটিল সে তীব্রবেগে উন্মত্ততা বশে,
না চাহিয়া বামে কিম্বা পশ্চাতে দক্ষিণে ;
বিস্ময়ের ঘোরে দেখে জনক জননী,
পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটিল্ল সহসা।
জনক, পুত্রের পাছে ছুটিল ত্বরায়,
তখন মুমূর্ষু নিশি অবসান প্রায়।



একাদশ স্তর।

চাতুরী।

তখনো রঙ্গিল রবি প্রভাত-গগনে
জ্যোতির মুকুট পরি' দেয় নাই দেখা ;
তখনো আলস্য-ভারে বিহঙ্গমকুল,
পারে নাই ত্যজিবারে আপন কুলায়।
দিবা-আগমন-ভেরী গিয়াছে বাজিয়া,
কর্ক্কশ বায়স-কণ্ঠে—তরুশ্রেণী মাঝে ;
দিয়াছে দোয়েলা, পিক প্রথম ঝঙ্কার,
ব'য়ে গেছে রঙ্গে ভঙ্গে প্রভাত-অনিল।
কিন্তু তবু ফুটে নাই প্রভাতের আলো,
কিন্তু নাই রজনীর সেই ছায়া কালো।

কাননের প্রান্তভাগে অস্পষ্ট আলোকে
মালতী আপন মনে আছে দাঁড়াইয়া ;
এসেছে সে অন্বেষিতে বিশল্যকরণী
শঙ্করের ক্ষতমুখে দিতে হ'বে ব'লে।

কিন্তু অন্ধকারে তা'র পায়নি সন্ধান,
তাই সে দাঁড়ায়ে আছে আলোকের আশে।
সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গেতে সৌন্দর্য্যের ধারা
উথলিয়া পড়িতেছে সাগরোর্ম্মি মত;
ভামিনীর প্রফুল্লতা নাহিক তেমন,
চিন্তাভারে দীপ্তিহীন বিশাল নয়ন।
সহসা রমণী-কণ্ঠে কাতর-আহ্বান
করুণায় উদ্বেলিত করিল কানন;
বিস্ময়ে মালতী দেখে চাহিয়া অদূরে,
ভুলুদাসে সাধিতেছে জননী তাহার—
"আয় বাছা, ফিরে আয়, নয়নের মণি,
কাজ নাই গিয়া তোর শত্রু-সন্নিধানে;
তোর যদি দেখা তা'রা পায় একবার,
জীবিতাবস্থায় আর ফিরিবি কি তুই?
তা'র চেয়ে যাই আমি আপনি সেথায়,
দেখে আসি, বুঝে আসি হৃদয়ের ভাব;
তা'র পর যেতে হয়, যাস্ তুই যাদু,
তখন একটী কথা কহিব না আমি।
যা'রে ফিরে, যা'রে ফিরে অবোধ বালক,
রাখ্ বাছা জননীর ক্ষুদ্র অনুরোধ।"

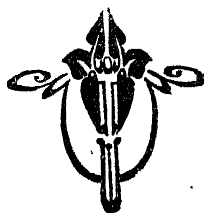
উচ্ছৃঙ্খল কেশ বেশ, রক্তবর্ণ আঁখি,
মত্ত ভুলুদাস চাহি' উদাস-দৃষ্টিতে,
ইঙ্গীতে কহিল যেন কা'র সনে কথা—
পরে, ধীরে, গেল ফিরে নিজগৃহ পানে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি' জননী তাহার,
রঞ্জনের গৃহমুখে চলিল ত্বরায়—
পথে দেখে দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক মালতী,
স্তব্ধ নেত্রে আছে চেয়ে তাহার'ই পানে।
ভাবিল অলক্ষ্যে সে বা শুনেছে সকল,
ভয়েতে ভুলুর মাতা হইল বিকল।
কিন্তু ভয়-চিহ্ন নাহি প্রকাশিয়া মুখে,
সম্ভাষিল মালতীরে গবেন্দ্র-মোহিনী—
"কে গা বাছা, পথমাঝে—ওমা! তুমি! তুমি!
কি বিপদ! ভেবেছিনু হ'বে বুঝি চোর!
দেখা হ'ল, হ'ল ভাল, তোমাদেরি গৃহে—
কমলার মা'র কাছে যেতেছিনু আমি,
সুপ্রভাত সুপ্রভাত! দেখা তব সাথে
ভাগ্যবশে পথমাঝে মিলিল সঙ্গিনী।
অনাহুতা রমণীর দেখি' আত্মীয়তা,
মালতীর বিস্ময়ের রহিল না সীমা;

ত্যজিতে তাহার সঙ্গ বিরক্তির স্বরে
সে কহিল—"নহে এবে দেখার সময় ;
এখন সে গৃহে শুধু বিষাদের ছায়া,
সে গৃহে এখন শুধু স্তব্ধ অশ্রুপাত—
গৃহস্বামী-বন্ধুপুত্র শয়িত শয্যায়
তস্করের গুপ্ত অস্ত্রে—সেথা' কোথা' যা'বে ?
চিকিৎসক গেছে ব'লে কোনো মতে যেন
নাহি হয় কোলাহল রোগ-শয্যা পাশে।
এ মিনতি তব প্রতি, রাখি' অনুরোধ
ফিরে যাও নিজ গৃহে রোগীর কল্যাণে।"

ভুলুর জননী তবে বুঝিল নিশ্চয়,
পুত্রবর নিরাপদ, বহু ভাগ্য বলে—
তা'র প'রে পড়ে নাই সংশয়ের ছায়া।
সাধ্যমত গাম্ভীর্য্যটা করি' আকর্ষণ,
সহানুভূতির ছলে বলিল সে তবে—
"আহা মা, কি আছে বাকী, সে কথা শুনিতে,
তাইত এসেছি ছুটে ফেলি' শত কাজ ;
প্রতিবাসী পারে কি গা রহিতে নীরব,
অন্য প্রতিবাসী যবে পড়ে বিপদেতে !
কি দুর্দ্দান্ত দস্যু মাগো, কি নিষ্ঠুর তা'রা,

ভাল মানুষের ছেলে পাইয়া নির্জ্জনে
অসঙ্কোচে রক্তপাত করিল তাহার—
রাজা, দেশ, হইয়াছে যেন অরাজক।"
কৃষ্ণবর্ণা দীর্ঘাঙ্গীর বক্তৃতা, গর্জ্জন,
মালতীর হৃদি-তন্ত্রী দিল কাঁপাইয়া ;
না হ'তে গর্জ্জন শেষ, আঁখি বারিধারা—
"সঙ্গিনীর" ঘৃণাটুকু দিল সিক্ত ক'রে।
মাঝে মাঝে চমকিল হুতাশ-বিদ্যুৎ,
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস—হা হতোস্মি ভাব,
দেব প্রভঞ্জনকেও করিল বিজয়,
নাসিকা ঝাড়ায় কভু হ'ল বজ্রনাদ।
দক্ষ অভিনয় অন্তে গবেন্দ্র-প্রেয়সী—
আরম্ভিল পুনরায় ক্রন্দনের সুরে—
"এসেছিল পুত্র মোর লইতে সংবাদ,
কিন্তু তা'রে দিছি আমি ফিরাইয়া গৃহে।
তোমরা ত ভাব তা'রে হীন শত্রু মত,
তোমাদের কমলার বিবাহ ব্যাপারে।
কেমনেতে আর তা'রে দিব বা আসিতে,
কি জানি, কাহার মনে আছে কোন্ কথা !
তবু কি সে যায় ফিরে, কত ক'রে তবে

বুঝা'য়ে পড়া'য়ে শেষে পাঠায়েছি গৃহে।
আমারেই কত কথা শুনা'লে ত তুমি,
সে আসিলে, নাহি জানি, কি করিতে তা'র !
সে কথা যাউক দূরে, চল আসি দেখে,
কর্ত্তব্য যেটুকু তাহা করিব পালন।"
মালতী ত অপ্রতিভ দারুণ লজ্জায়,
চাহিল না ঊর্দ্ধে আর তুলিয়া নয়ন ;
বিশল্যকরণী তুলি' প্রভাত-আলোকে,
ভুলুর জননী সাথে ফিরিল গৃহেতে।
সে ভাবিল—"ভুল বুঝে, লজ্জার কি বাকী,
অন্যটী ভাবিল—"ভাল, চালায়েছি ফাঁকি !



দ্বাদশ স্তর।

লজ্জা।

দিবানিশি শয্যাপার্শ্বে শিয়রে বসিয়া
রোগীর শুশ্রূষা সেবা করে অবিরত,
কেবা সে কোমল করে সুন্দরী সেবিকা
সন্তর্পণে সযতনে—কায়মন প্রাণে।
রঞ্জন, সাবিত্রী সতী, মালতী সুন্দরী
করে বটে অতিথির অলৌকিক সেবা ;
কিন্তু যে কোমল করে শঙ্করের সুখ
সে কর কমলা ভিন্ন আছে বা কাহার !
  পিতৃস্নেহে সেবা যত্ন করি'ছে রঞ্জন,
সাবিত্রীর সেবা যত্ন জননীর মত ;
ভগিনীর তুল্য সেবা করি'ছে মালতী --
কিন্তু কমলার সেবা নহে ত সেরূপ !
  শঙ্করের রোগ-শয্যা মিষ্ট সে সেবায়
সে স্পর্শে ভুলিতে হয় ব্যথা ও বেদনা ;

বিহ্বল আপনহারা সে কেমন ভাব—
হৃদয়ের অন্তস্তলে আপনি লুকায়।
কমলা চাহিয়া থাকে শঙ্করের পানে
অনিমিষ লোচনেতে অতৃপ্ত পরাণে ;
কিন্তু শঙ্করের আঁখি, যবে উন্মীলিত
কমলার দৃষ্টি সেথা'—নাহি থাকে আর।
রোগীও চাহিয়া থাকে সেবিকার পানে
অস্পষ্ট কত কি কথা আসে তা'র মুখে ;
কভু বা সে অচেতন—কখন চেতন—
কখন বিস্মৃতি-রাজ্যে—কভু পূর্ণ জ্ঞান।
দিন আসে, দিন যায়, দিন না ফুরায়,
কমলার তনুক্ষীণ প্রতি দিন দিন :
সেবার বিরাম নাই—নাহিক বিশ্রাম,
সে শুধু বসিয়া আছে রোগীর শিয়রে।
রঞ্জন বুঝায় কত, বুঝায় মালতী,
সাবিত্রী, জননী-স্নেহে কত কি বুঝায় ;
একটী উত্তর শুধু শিখেছে কমলা—
"তোমাদের কষ্ট হ'বে, থাকি আমি ব'সে।'
মালতী, ভ্রূকুটী ভঙ্গী করে কমলারে,
গর্জ্জন হুঙ্কার করে অবসর মত ;

কিন্তু তাহা শুনে কেবা, গ্রাহ্য করে কেবা,
একাগ্রতা আসিয়াছে হৃদয়ে যাহার ?
চিকিৎসা ও যত্নগুণে সুশ্রূষা সেবায়
আরোগ্য হইল রোগী, দীর্ঘকাল পরে ;
কমলার দেখা সেথা' না মিলিল আর,
তখন কমলা ব্যস্ত সংসারের কাযে।
দিন যায়, রাত্রি আসে, পুন আসে দিন,
রবি উদে, শশী মুদে—পাখী গাহে গান :
কমলা ত তথাপিও বারেকের তরে
আসে না সে গৃহে আর সহস্র আহ্বানে।
মালতী বিদ্রুপ করে,রঙ্গভঙ্গে কত,
মাতা ব'লে দেয়—"যা' মা, দেখগে শঙ্করে ;"
প্রাণান্তেও তবু নাহি যাইবে কমলা,
শঙ্করের গৃহপানে ভুলে একবার।
শঙ্কর ভাবিল মনে "এ হ'ল কেমন,
এর চেয়ে রোগ-শয্যা ছিল ভাল মোর,
দিন রাত, একেলাটী আছি হেথা' প'ড়ে—
তবু ত সে দেখিবারে আসে না আমারে !"
কমলা, শঙ্করে কিন্তু দেখিবারে চায়,
আসিতে পারে না বালা কেবল লজ্জায়।

ত্রয়োদশ স্তর।

পরিবর্ত্তন।

সমাধিস্থ যোগী মত বসিয়া রঞ্জন
আপনার ইষ্ট-নাম-জপে ছিল রত ;
কমলা, জননী সাথে রন্ধন-আগারে
ব্যস্ত ছিল পাক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে।
মালতী বসিয়াছিল শঙ্করের দ্বারে,
কোনো প্রয়োজনে যদি সে ডাকে কাহারে।
হেনকালে বহির্ভাগে নবাগত কেহ
ডাকিল কাতর-কণ্ঠে একাধিক বার :
কিন্তু সেই আহ্বানের উত্তর তখন,
কেবা দিবে—গৃহস্বামী মৌন যে এখন।
অতিথি আবার ডাকি' কহিল কাঁহারে—
"আছি দাঁড়াইয়া দ্বারে অপরাধী আমি,
হে মহান্ গৃহস্বামী, হে সাধু শঙ্কর,

দেখা দাও, কথা কও বারেকের তরে—
ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবার দাও অবসর।
বহুক্ষণ আছি আশে, ক'র'না নিরাশ,
ক্ষমা যদি নাহি কর, মরিবে এ দাস।"

সে কাহিনী, কাতরতা, কাতর-আহ্বান,
শুনিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ হ'ল গৃহবাসী ;
ইষ্টনাম ত্যজি' ছুটে আসিল রঞ্জন
বহির্দ্বারে অতিথির তত্ত্ব লইবারে।
ভুলুদাসে দেখিল সে আসি' দ্বারদেশে,
দাঁড়াইয়া শুষ্কমুখে, আর রুক্ষ-কেশে।

রঞ্জনের দেখা পেয়ে দীন ভুলুদাস
চরণে পড়িল তাঁ'র দণ্ডবৎ হ'য়ে,
তপ্ত অশ্রুবারি আর কাতর বচন,
বিস্মিত করিয়া দিল নিস্ব রঞ্জনেরে।
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বিত্ত নাহি যা'র,
এ স্বার্থের সংসারেতে কি সম্মান তা'র!

আশ্রিতে সাদরে তুলি' আশ্রিত-রক্ষক
মুছাইল অশ্রু তা'র সুমিষ্ট বচনে—
"কেন বাছা, কি হয়েছে, কেন আঁখি-জল,
কি দুঃখে তোমার বল তাপিত হৃদয়?

প্রকাশিয়া যদি বল হৃদয়ের ব্যথা,
যথাসাধ্য চেষ্টা করি তুষিতে তোমায় ;
আমি দীন, শক্তি হীন, তবু চেষ্টা ফলে
হয়ত হইতে পারে কিছু কার্য্য তব।
না কাঁদিয়া বল বাছা অন্তরের কথা,
চেষ্টা পাই ঘুচাইতে তব মনোব্যথা।"
রঞ্জনের সে কথায়, সে আদর, স্নেহে
তাপিতের নয়নাশ্রু ঝরিল দ্বিগুণ ;
করিল সে যত চেষ্টা কথা কহিবারে,
জড়তায় হইল সে তত বাক্যহীন।
বহু চেষ্টা করিয়া সে বহুক্ষণ পরে
কথা সে কহিল ধীরে বিজড়িত স্বরে—
"শত অপরাধে দেব, আমি অপরাধী,
করি নাই পুণ্য কভু, করিয়াছি পাপ ;
যে পাপ করেছি, কিন্তু তোমার চরণে
অন্য পাপ কিছু নহে তা'র তুলনায়।
অনুতপ্ত আমি দেব, ক্ষমা যদি চাই,
তোমার সকাশে তা'র ক্ষমা কি গো নাই ?"
অতিথির পানে চাহি' বিস্মিত রঞ্জন,
গদগদ ভাবে পুনঃ কহিল তখন—

"এ সংসারে হ'তে পারি আমি অপরাধী,
অপরাধী কেহ নহে আমার নিকটে ;
তুমি যাহা বল, তাহা বুঝিতে না পারি,
কেন কর অপরাধী ক্ষমা-ভিক্ষা চেয়ে !
একে ত অতিথি তুমি, প্রতিবেশী তা'য়,
কি করিতে পারি তব বল গো আমায়।"
যুক্তকরে ভুলুদাস কহিল তখন—
"পার শুধু ক্ষমাবান, ক্ষমা করিবারে,
যে ক্ষমায় মুক্তি মোর সর্ব্বপাপ হ'তে।
শুন দেব, শুন তবে করেছি কি পাপ,
যাহা শুনি' কণ্টকিত হ'বে তব দেহ ;
ঘৃণায় আমার পানে চাহিবে না আর,
রোষে, ক্ষোভে হয়ত বা দিবে দূর ক'রে।
তথাপি বলিতে হ'বে আখ্যান আমার,
তোমারে করিতে হ'বে মীমাংসা তাহার।"
অনিমিষ নেত্রে চাহি' রহিল রঞ্জন
নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ, স্তব্ধ পুতুলী মতন।
কহিতে লাগিল ভুলু মুছি' অশ্রুবারি—
"হীনমতি আমি দুষ্ট, অশিষ্ট বর্ব্বর,
ধৃষ্টতায় মজেছিনু কমলার রূপে ;

তাই তা'রে পাইবারে বধূরূপে মম,
নানা ফাঁদ পেতেছিনু ধরি' নানা ছল।
সকল কৌশল ব্যর্থ হইল যখন,
শঙ্করেরে অস্ত্রাঘাত করেছি তখন।"
বাণী না সরিল আর ভুলুদাস মুখে,
উন্মূলিত তরু মত পড়িল সে ভূমে ;
রঞ্জন বিস্ময়-মুগ্ধ, লাগিল ভাবিতে –
"কা'র দোষ, কা'র গুণ, কে পারে বুঝিতে!"
আবার উঠিয়া ভুলু কহিল আবার,
কি এক তৃপ্তিতে তা'র মুখভাব তবে
হইয়াছে সমুজ্জ্বল উজ্জ্বল বিভায়।
"শুন দেব"—কহিল সে—"শুন দেব তবে
আজ হ'তে কি নয়নে দেখি কমলারে।
একদিন যা'রে আমি বাসনার বশে,
পত্নীভাবে চেয়েছিনু অযোগ্য উপায়ে ;
সে আমার সহোদরা, আমি সহোদর,
তা'র যোগ্য একমাত্র দেবতা শঙ্কর।"
নয়ন-আসারে পুনঃ ভাসিল আঁখি,
মাথা কুটি' ভূমিতলে, চাহিল সে ক্ষমা ;
আলিঙ্গন দিয়া তা'রে নির্ব্বাক্ রঞ্জন,

ল'য়ে গেল সযতনে পৌরজন মাঝে।
সাবিত্রী, রঞ্জন আর মালতী কমলা,
অতি আপনার ভাবি' দিল তা'রে ঠাঁই ;
রঞ্জনের সে ভবনে সে আনন্দ দিনে
আনন্দ ও পুলকের রহিল না সীমা।
শঙ্কর ক্ষমিল হেসে অনুতপ্ত জনে,
অস্ত্রাঘাত কথা তা'র রহিল না মনে।



চতুর্দ্দশ স্তর।

শেষ কথা।

বিষাদ-আঁধার রহিল না আর
পুলকে ভরিল সবার প্রাণ,
সাবিত্রী, রঞ্জন আনন্দে মগন---
শঙ্করে করিল কমলা দান।
কহিল মালতী —"হে কমলাপতি,
ধরগো কমল কোমল করে ;
শঙ্কর সাজিয়া শঙ্করী চিনিয়া
চলিলে লইয়া তাহারে ঘরে।
ভাঙ্গড় ভোলায়, প্রাণ নাহি চায়
দানিতে এমন সোণার উমা,—
কি করিব আর সে যে গো তোমার—
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভূমা।
যা' ছিল কপালে তুমি তা' ঘটা'লে,
সে কথা বলিয়া কি হ'বে আর :

জীবনে, মরণে তোমার চরণে—
স্থানটুকু শুধু রাখিও তা'র।"

প্রবাসী যাহারা, চলিল তাহারা—
তখন আপন আবাস পানে,
কাঁদিতে রহিল, যাহারা ঢালিল
প্রবাসী জনের গরল প্রাণে।

প্রেম অনুরাগে, আদরে সোহাগে
ধরিল শঙ্করী, শঙ্কর কর,
দুজনে মিলিয়া দুজনে মিশিয়া—
দুজনে পাতিল প্রেমের ঘর।

সাঁঝে ও ঊষায় উঠিত সেথায়
উদার পবিত্র—ওঙ্কার ওম্,
আবার উৎসব হাস্য কলরব
বিদীর্ণ করিত আকাশ ব্যোম্।

